দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 22 NOV 1987 ... ...
পৃষ্ঠা... .. ... কলাম ..! ... ...

30

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাবনা

আবু বকর রফীক আহমদ

পূর্ব প্রকাশিতের পর

১৪। **বিজ্ঞান ঃ** ইবতেদায়ী ৪র্থ শ্রেণী থেকে আবশ্যিক রূপে সাধারণ বিজ্ঞান এবং ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে থাকবে সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়। ৯ম শ্রেণী থেকে বিজ্ঞান বিষয়টি বিভিন্ন স্বতন্ত্র বিদ্যায় বিভক্ত হয়ে যাবে যথা ঃ পদার্থ, রসায়ন, জীববিদ্যা ইত্যাদি এবং তা হবে ঐচ্ছিক। প্রত্যেক শের্ণীতে বিত্তবানের আলোচনাসমূহ ইসলামের মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যশীল করেই পড়ানো হবে এবং বিবর্তনবাদসহ আধুনিক মতবাদসমূহ খণ্ডন করা হবে।

১৫। **পরিবেশ ও ভূগোল ঃ** আপন পরিবেশ সম্পর্কে শিশুদেরকে পরিচিত করানোর উদ্দেশ্যে এবং নিজ দেশের আবহাওয়া, উৎপন্ন দ্রব্য, মুসলিম বিশ্ব, তাদের আবহাওয়া, জনবসতি ও উৎপন্ন দ্রব্য সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করার প্রয়োজনে ইবতেদায়ী দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে নিয়ে ৪র্থ পর্যন্ত পরিবেশ পরিচিতি এবং পঞ্চম শ্রেণী থেকে নিয়ে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ভূগোলকে আবশ্যিক করা হয়েছে। তাছাড়া বিশ্ব পরিস্থিতি ও পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল ও জাতিসমূহ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভে আগ্রহীদের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ঐচ্ছিক ভূগোল রাখার ব্যবস্থা থাকবে।

১৬। **রসায়ন, পদার্থ ও জীববিদ্যা ঃ** মৌলিক, ইসলামী বিষয়ের জ্ঞানলাভের পাশাপাশি যারা বিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়ন করতে চায় অথবা মাদ্রাসা থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পাস করার পর যারা ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং বা অন্য যে কোন প্রযুক্তি বিদ্যা অধ্যয়ন করতে চায় তাদের সুবিধার্থে ৯ম শ্রেণী থেকে ১২শ শ্রেণী পর্যন্ত শ্রেণীসমূহে ঐচ্ছিক হিসেবে রসায়ন, পদার্থ ও জীববিদ্যা গ্রহণ করার সুযোগ রাখা হবে। তবে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোচনা যেখানে ইসলামের মৌলিক আকীদা বিশ্বাসের সাথে সংঘাত রয়েছে তাকে যুক্তি সহকারে খণ্ডন করতঃ ইসলামী দৃষ্টিভংগীতে ব্যাখ্যাদান করা হবে।

১৭। **অন্যান্য ঐচ্ছিক বিষয়সহ ঃ** মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী স্তরের অন্যান্য ঐচ্ছিক বিষয়সমূহকে বর্তমানে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্তরের গ্রন্থসমূহের সমমানের করে রচিত হওয়ার সাথে সাথে যেখানে যেখানে ইসলামের ভিন্ন দৃষ্টিভংগী রয়েছে সেখানে তা ব্যাখ্যা করা হবে এবং যেখানে ইসলামি দৃষ্টিভংগীতে আলাদা পত্র রাখার অবকাশ রয়েছে (যেমনঃ ইসলমী অর্থনীতি, ইসলামী রাজনীতি বিদ্যা ইত্যাদি) তাতে আলাদা পত্র রাখার ব্যবস্থা রাখা হবে ও মৌলিক ইসলামী বিষয়ের জ্ঞানলাভ করার পাশাপাশি আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্যিক ভূগোল, গার্হস্থ্য অর্থনীতির যে কোন বিষয় ঐচ্ছিক হিসেবে গ্রহণ করতঃ সমাজের সকল ময়দানের জন্য যোগ্য, সৎ ও দক্ষ জনশক্তি তৈরীর বিষয়টি এ শিক্ষা ব্যবস্থার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট বলে চিহ্নি হবে।

পরিশিষ্ট

বর্তমান সংশোধিত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে প্রস্তাবিত ব্যবস্থার একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা ঃ

১। বর্তমান সংশোধিত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় ১৯৮৫ থেকে দাখিল পর্যন্ত ১০ বছরের কোর্সে উন্নীত করে একে দশম মান ১৯৮৭ সাল থেকে আলিম পর্যন্ত ১২ বছরের কোর্স করে একে উচ্চ মাধ্যমিক মান দেওয়ার কথা ঘোষিত হয়েছে এবং ফাজিল শ্রেণী যা বর্তমান উচ্চ মাধ্যমিক মানের তাকে আগামী ১৯৮৯ সালে ডিগ্রী মানের করার এবং ১৯৯১ সালের কামিল শ্রেণীকে মাস্টার্স ডিগ্রী মানের করার একটি সুপারিশ রয়েছে।

কিন্তু এ প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় বর্তমান দাখিল পর্যন্ত আট বছরের কোর্সে অষ্টম মান আলিমকে দশ বছরের কোর্সে দশম মান ফাজিলকে ১২ বছরের কোর্সে দ্বাদশ মান এবং কামিলকে ১৪ বছরের কোর্সে ডিগ্রী পাস ও ১৫ বছরের কোর্সে ডিগ্রী অনার্স মানের করার সুপারিশ করা হয়েছে।

এর পেছনে প্রধান কারণগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

(ক) এ মাদ্রাসা শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক ইসলামী শিক্ষা সম্মেলনসমূহের সুপারিশের আলোকে বিভিন্ন ময়দানে বিশেষজ্ঞদের তৈরীর সুযোগ সম্বলিত করে তুলতে হবে এর বর্তমান কামিল স্তরকে ডিগ্রী স্তরের সমমান করতঃ কামিল (ডিগ্রী) ও পরবর্তী স্তরে গিয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পছন্দনীয় বিষয়ে অধিকতর পারদর্শিতা অর্জনের সুযোগ রাখা অপরিহার্য।

(খ) এ প্রবন্ধের প্রথমদিকে বর্ণিত একটি আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচয় ও আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষা অধ্যয়নের আলোচনার অনুচ্ছেদ (৩)-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের আলোকে আমাদের মাদ্রাসা শিক্ষার দিকে তাকালে আমাদেরকে সবচেয়ে বেশী হতাশ হতে হয়। কারণ বর্তমানে প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছু সংস্কার সাধনের মাধ্যমে মাদ্রাসা ছাত্রদের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধুনিক ক্ষেত্রসমূহের প্রবেশের একটা ব্যবস্থা রাখা হলেও মৌলিক ইসলামিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন একটি বিশেষ ময়দানে পারদর্শিতা অর্জনে আগ্রহীদের জন্য কোন বিষয়ে অভিপ্রেত জ্ঞানার্জন ও যথাযথ পারদর্শিতা অর্জনের কোন সুযোগই সৃষ্টি করা হয়নি। ফলে ছাত্রগণ যে স্তরে গিয়ে প্রশস্ত তার জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করার আগ্রহ ও যোগ্যতা অর্জন করতে পারে সেখানে গিয়েই এ ধারার পরিসমাপ্তি হয়। অভিন্ন ধারায় সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার আর কোন পথ থাকবে না।

(গ) [illegible] ক্লাস পর্যন্ত প্রস্তাবিত ১৪ বছরের [illegible]গ্রী মানের পাঠ্যসূচীতে পবিত্র কোরআন মজীদ সম্পূর্ণ, ৫০০০ হাদীস অর্থ ও ব্যাখ্যা[illegible]কহ, আরবী সাহিত্য ও অন্যান্য ইসলামী বিষয়সমূহের যে সিলেবাস চিহ্নিত করা হয়েছে তা প্রচলিত ব্যবস্থার ফাজিল (ডিগ্রী) স্তরে প্রদান করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

(ঘ) বর্তমান কামিল ক্লাস পর্যন্ত শ্রেণীসমূহকে ১৪ বছরের ডিগ্রী কোর্সে বিন্যস্ত করলে শিক্ষার্থীগণ একদিকে পুরো কোরআন ও তফসীর অধ্যয়নের পাশাপাশি কোরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি, দুই প্রামাণ্য হাদীস গ্রন্থ বুখারী ও মুসলিম অধ্যয়নসহ বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে ও সাম্প্রতিককালে রচিত ইসলামী বিষয়াদি যেমন কানুন ও শরীয়াহ, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, মুসলিম দর্শন ও কালাম, তাওহীদ ও দাওয়াহ অথবা আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ডিগ্রী ক্লাসের প্রবর্তিত অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, লোকপ্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, হিসাব বিজ্ঞান, সাংবাদিকতা ইত্যাদি বিষয়সমূহের যে কোন দু'টি অধ্যয়ন করতঃ এসব বিষয়েও অন্যান্য ডিগ্রী পাস শিক্ষার্থীদের সমান যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে। পক্ষান্তরে বর্তমান ফাজিল শ্রেণীকে ১৪ বছরের কোর্সে বিন্যস্ত করলে শুধুমাত্র আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিষয়সমূহই পাঠ্যভুক্ত করা যেতে পারে; কিন্তু ইসলামী বিষয়ে তার জ্ঞান হয়ে পড়বে অত্যন্ত নগণ্য।

চলবে